

বাংলাদেশে মূলধন গঠনের সমস্যা

১) স্বল্প আয়: বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ বিধায় জনগনের মাথা পিছু আয়ও কম। মুদ্রা-ফীতির হার বেশি হওয়ায়

দ্রব্য সামগ্রীর দাম বেশী। তাই বাংলাদেশে জনগনের ভোগ ব্যয় নির্ধারণের পর সঞ্চয়ের পরিমাণ তেমন থাকে না।

২) সঞ্চয় প্রবণতা কম: কেহেতু আমাদের দেশে মানুষের আয় স্বল্প, ভোগ প্রবনতা অধিক, তাই সঞ্চয় প্রবনতা কম। সঞ্চয়

প্রবণতা কম হওয়ায় মূলধন গঠনের হারও কম।

৩) সঞ্চয় সংগ্রহে ঝামেলা: আমাদের দেশে গ্রামগঞ্জে এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ব্যাংকিং কাঠামো সম্প্রসারিত হয়নি। তাই

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে বিনিয়োগের তহবিল সৃষ্টি করা কঠিন।

৪) কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা: আমাদের দেশের উদ্যোক্তা শ্রেণী ও মানব সম্পদ, কোনটি কাঙ্ক্ষিত মানের নয়।

তারা আধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে পারে না বিধায় স্বল্প আয়, স্বল্প উৎপাদনের চক্র থেকে বের হতে পারে না।

৫) সুদের উচ্চ হার: আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোতে সুদের হার বেশী হওয়ায় উদ্যোক্তারা ঋণ গ্রহণে কম আগ্রহী হয়।

ফলে উৎপাদন থেকে আয় স্বল্প হয় এবং মূলধন গঠন কমে যায়।

৬) উচ্চকর হার: করের হার উচ্চ বিধায় আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগন কর প্রদানে আগ্রহী হয় না। এছাড়া

আইনগত দুর্বলতার কারণে কর ফাঁকির প্রবণতাও অধিক। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।

৭) বিনিয়োগের বিরূপ পরিবেশ: আর্থসামাজিক অবকাঠামোর দিক থেকে আমাদের দেশ এখনো অনেক পিছিয়ে আছে।

মানসম্মত কাঁচামালের অভাব, দুর্বল াতায়ত ও প্রোগ্রোগ ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রভৃতি কারণে কাঙ্ক্ষিত

বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ অনুপস্থিত।

৮) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: আমাদের দেশে হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট, সন্ত্রাস ইত্যাদির কারণে জনগনের মধ্যে জীবন

ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা ায়। জনগনের জানমালের নিরাপত্তার অভাবে সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পায়।

বাংলাদেশে মূলধন গঠন বৃদ্ধির উপায় (ডঃ ওহপৎবধংব ঈধঢ়রঃধষ ঋড়ৎসধঃরড়হ রহ ইধহমষধফবং□)

বাংলাদেশের মত স্বল্প আয়ের উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে □ সকল অসুবিধা থাকে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই

তার অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বাড়ার কারণে মূলধন গঠনের হার ও বেড়েছে।

১) উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য দেশজ সম্পদকে ভালভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ জন্য সরকার করের পরিধি

বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে।

২) উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সফল বাস্তবায়নের জন্য বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ জন্য

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন।

৩) দক্ষ উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য বিনিয়োগ অনুকূল

আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি, কর নীতি, শিল্প নীতি, বাণিজ্য নীতি প্রনয়ন করা প্রয়োজন।

৪) অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে প্রকৃত মূলধন বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ রাস্তাঘাট, পুল, সেতু

ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বুনিয়েদ শক্তিশালী করা হলে মূলধন সামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি পায়।

৫) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সংস্থা ও চুক্তির ভিত্তিতে অন্যান্য দেশ থেকে পাওয়া ঋণ ও সাহায্য

বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে মূলধন গঠন বৃদ্ধি করা যায়।

৬) তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সুদের হার াদি কমানো যায় তাহলে মূলধন গঠন আরো বৃদ্ধি পাবে।